সান্ধ্য জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শীতের দাপট

ছক্কা হাঁকাচ্ছে শীত। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা। আগামী সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভিজতে পারে কলকাতাও। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না

নিজের কথার প্যাঁচেই যোগগুরু! বেফাঁস মন্তব্যে বিপাকে রামদেব

মালদ্বীপে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে গোহারা হারল মুইজ্জুর দল

বর্ষ - ১, সংখ্যা ২৩৩ ● ১৪ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ২৮ পৌষ ১৪৩০ ● রবিবার ● ২ পাতা ● Vol. 1, Issue - 233 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 14 JANUARY, 2024 ● 2 Pages

ধৃত বিজেপি নেতা বলল, গাঁজা আমার পারিবারিক ব্যবসা, দলের লোকই ফাঁসিয়েছে

■ গাঁজাখোর নিতাই ও রূপা রায়

■ গদ্দার অধিকারীর সঙ্গে

■ দিলীপ ঘোষের সঙ্গে

■ সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে

প্রতিবেদন : গাঁজাখোর বিজেপি। বাড়ি থেকে গাঁজার পাহাড় উদ্ধারের পর বিজেপি নেতা জেরার মুখে সগর্বে স্বীকার করে নিল, গাঁজা তার পারিবারিক ব্যবসা। এর আগে তার বাবা গাঁজার ব্যবসা করেছেন, এখন সে গাঁজার ব্যবসা চালায়। তারপর গাঁজার ব্যবসায়ী বিজেপির কিষান মোর্চার নেতা ধৃত নিমাই রায় জানায়, তাকে ফাঁসিয়েছে বিজেপিই। তার কথাতেই স্পষ্ট বিজেপির আসল চরিত্র। বিজেপির হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল গাঁজা-কাণ্ডে ধৃত নেতা। তারপর আবার বিজেপির বড় বড় কথা! বিজেপি নেতাদের মুখে আর নীতি-নৈতিকতার কথা মানায় না।

এরপরই প্রশ্ন ওঠে, কিসের ভিত্তিতে এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে কৃষক নেতা করল বিজেপি? গাঁজার চাষি জেনেই কি তাহলে বিজেপি কৃষক নেতার পদ দিল নিমাই রায়কে! তার স্ত্রী রূপা রায়কে পঞ্চায়েত ভোটে সদস্যপদে মনোনয়ন দিল! রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ও দেবাংশু ভট্টাচার্য সেই প্রশ্নই তুলে

■ কী বলবে বিজেপি? তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন কুণাল ও দেবাংশুর।

দিলেন। দেবাংশু বলেন, বিজেপি একটা গাঁজাখোর দলে পরিণত হয়েছে। আর শুধু তো নিমাই রায় নয়, কলকাতার বিজেপি নেত্রী পামেলা গোস্বামী থেকে পাঞ্জাবের বিজেপি নেতা পরশুরাম সোধি, সবারই মিলেছে মাদক-যোগ। হেরোইন-সহ ধরা পড়েন পামেলা গোস্বামী, গাঁজা-কাণ্ডে ধৃত পরশুরাম। তিনি আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ির অঞ্চল কোচবিহারের ভ্যাটাগোড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গাঁজার চাষেও বিজেপি-যোগ সামনে আসে। ধরা পড়ে পামেলা গোস্বামী বলেছিলেন বিজেপির পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয় ঘনিষ্ঠ রাকেশ সিং তাঁকে ফাঁসিয়েছে। এখন ধৃত নিমাই রায় বলছে বিজেপি নেতারাই তাকে ফাঁসিয়েছে। আসলে বাংলার মাটিতে বিজেপি চলছে গাঁজার উপর ভিত্তি করে। গাঁজা বিজেপির ভিত্তি, আর কোকেন ভবিষ্যৎ। (এরপর ২ পাতায়)

রাত পোহালেই মকরস্নান

৬৫ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম : অরূপ

■ গঙ্গাসাগরে সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুজিত বসু, পুলক রায় প্রমুখ। রবিবার।

প্রতিবেদন : মিলনতীর্থ গঙ্গাসাগর বর্ণময় রূপে ফুটে উঠেছে মকরসংক্রান্তির আগেই। রাত পোহালেই শুরু হবে পুণ্যস্নান। প্রকৃত অর্থেই মিলনমেলার রূপ নেওয়া সাগরে উদ্বোধনের পর থেকে পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে। শনিবারই ৪৫ লক্ষ মানুষ গঙ্গাসাগরে স্নান সেরেছেন। এদিন সেই সংখ্যাটা ৬৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। (এরপর ২ পাতায়)

রাম-রাজনীতি নিন্দা সর্বত্র

প্রতিবেদন : ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনে যাচ্ছেন না পুরীর শংকরাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। উদ্যোক্তাদের তোপ দেগে তিনি বলেছেন, যাঁরা রাজধর্ম পালন করেন সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে তাঁদের উচিত সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে রাজধর্ম পালন করা। যাঁরা ধর্মশাস্ত্র পালন করেন তাঁদেরকেই ধর্মশাস্ত্র পালন করার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই বিজেপির রাম রাজনীতির নগ্নরূপটা সামনে চলে এসেছে। তৃণমূলও বিজেপির এই রাম রাজনীতির কড়া সমালোচনা করেছে। (এরপর ২ পাতায়)

গদ্দারের জবাবি পদযাত্রা

■ এজেন্সির অপব্যবহার ও কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে যাদবপুর সুকান্ত সেতু মোড় থেকে গড়িয়া পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল। নেতৃত্বে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। মিছিলে হাঁটলেন বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী, যুবনেতা সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নেতৃবৃন্দ। ছিলেন কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। রবিবার।

সান্ধ্য জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
২
১৪ জানুয়ারি ২০২৪
রবিবার

দেশের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর অবদান অনস্বীকার্য

সৈকত চৌধুরী
উপমুখ্য প্রশাসক, হাওড়া পুরসভা

(গতকালের পর)

'জাগো প্রকল্প' নামে এই নতুন স্কিমটি নিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

কেবলমাত্র মহিলাদের জন্যই এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে আসা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিমাসে আরও বেশি আর্থিক অনুদান পেতে পারেন রাজ্যের মহিলারা। কারণ জাগো প্রকল্পে মাসে ৫০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে রাজ্যের মহিলাদের। বোঝাই যাচ্ছে এই নতুন প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের থেকেও বেশি জনপ্রিয় হতে পারে।

জাগো প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেবে, কিন্তু ৫০০০ টাকা আর্থিক অনুদান পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হতে হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ছাড়া সাধারণ মহিলাদেরকে এই অনুদান দেওয়া হবে না।

যাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু করতে চান বা যেসব মহিলা নিজের ব্যবসা করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে চান তাঁদের জন্যই এই জাগো প্রকল্প নিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। যাতে তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

এইভাবে একের পর এক সফল প্রকল্পের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত করে 'দুয়ারে সরকার'-এর মতো সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে, আমাদের সকলের প্রিয় নেত্রী, আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সফলভাবে।

আজ বাংলা বিশ্ব দরবারে একের পর এক সফল প্রকল্পের জন্য পুরস্কৃত হচ্ছে, উন্নয়ন প্রান্তিক স্তরে ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের প্রিয় নেত্রী বাংলাকে সঠিক দিশা দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্যান্য রাজ্য বাংলাকে আজ অনুকরণ করা শুরু করে দিয়েছে, প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের উন্নয়নে আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অবদান অনস্বীকার্য।

(শেষ)

তৃণমূলনেত্রীর কথাই মানল ইন্ডিয়া জোট, কর্মিসভায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

সংবাদদাতা, বারাসত : ইন্ডিয়া জোট সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাই মেনে নিয়েছে। ফলে অধীর কী বললেন তাতে কিছু যায়-আসে না। উনি যেটা বলছেন, সেটা ওঁর দল বুঝবে। অধীরের মন্তব্যে জোটে কোনও প্রভাব পড়বে না। বললেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শনিবার সন্ধ্যায়, বারাসত সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত মহিলা কর্মিসভায়, বারাসত বিদ্যাসাগর মঞ্চে। সভায় সাত বিধানসভার প্রায় আড়াই হাজার মহিলা কর্মী ছিলেন। ছিলেন সাংসদ তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা মহিলা তৃণমূল সভাপতি স্বপ্না বসু প্রমুখ। কাকলি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা ঘরের মহিলাদের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ান। সর্বত্র মহিলাদের সঙ্গে বিজেপির কুকীর্তি, ধর্ম নিয়ে বিভাজন, রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা, মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিষয়গুলি তুলে ধরুন। পাশাপাশি এ-রাজ্যে মহিলারা যে সুরক্ষিত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মহিলাদের ৪০ শতাংশ সংরক্ষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর সেকথাও তুলে ধরুন।

■ রবিবার বারাসতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা।

রাম-রাজনীতি

(প্রথম পাতার পর)

দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে এই নিয়ে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, আমাদের দলনেত্রী বলেছেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমরাও রামকে শ্রদ্ধা করি। কেউ মনে মনে, কেউ বাড়িতে, কেউবা মন্দিরে গিয়ে রামের পুজো করেন। কিন্তু রামকে নিয়ে রাজনীতি অথবা তাঁকে ভোটের ইস্যু করার বিরুদ্ধে আমরা। শঙ্করাচার্য ঠিক এই জায়গাটাতেই আপত্তি তুলেছেন, যা আমরা অনেকদিন ধরেই বলে আসছি। মোদি-শাহ-নাড্ডারা তো আর তাঁর থেকেও বড় হিন্দু নন। একটি অসমাপ্ত মন্দিরে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন, এই প্রশ্নই তুলেছেন শঙ্করাচার্য। এখন মানুষের সামনে চলে এসেছে মোদ-শাহদের এই রাম রাজনীতি।

ধৃত বিজেপি নেতা বলল

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, বংশপরম্পরায় গাঁজার ব্যবসা চলছে— নিজে মুখে ফলাও করে সে-কথা বলে ধৃত নেতা। আর তা জানত না গদ্দাররা! খতিয়ে দেখতে হবে গাঁজার ব্যবসায়ীর সঙ্গে কতটা ভাব, কতটা প্রভাব রয়েছে গদ্দারের। গদ্দার অধিকারীর সঙ্গে গাঁজা ব্যবসায়ী বিজেপি নেতা নিমাই রায়ের ছবি পাওয়া গিয়েছে। ছবি মিলেছে দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, রাহুল সিনহা, স্বপন দাশগুপ্তদের সঙ্গেও। তাহলে কি গোটা বিজেপি দলটাই গাঁজা-কাণ্ডে সম্পৃক্ত? এই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেন তিনি। গদ্দারের ব্লাড টেস্ট করার দাবিও তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, বিজেপি তো ছবি নিয়ে বড় বড় কথা বলে, গাঁজা ব্যবসায়ী নেতার সঙ্গে যাদের ছবি পাওয়া গেল, তাদের সবাইকে এই মামলায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারা কোন দিক থেকে লাভবান হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

সাঁকরাইলের কান্দুয়ায় বিজেপি নেতা-নেত্রীর বাড়ি থেকে পাহাড়প্রমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত নিমাই রায় ও তার দুই শাগরেদ সত্যদেও সাহানি ও আনোয়ারা বেগমকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয় রবিবার। ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধেই মাদকবিরোধী একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তাদের একদিনের জন্য জেল হেফাজত দেওয়া হয়েছে। সোমবার এনডিপিএস কোর্টে এই মামলার শুনানি হবে।

■ কলকাতা পুরসভার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জসীমউদ্দিনের উদ্যোগে আয়োজিত গণবিবাহ অনুষ্ঠানে লোকসভার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ ও তৃণমূল মুখপাত্র ডাঃ শান্তনু সেন-সহ অন্যরা। রবিবার।

৬৫ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্য সরকারের তরফে সমস্তরকম পরিষেবার ডালি সাজিয়ে গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের তদারকিতে রয়েছেন মন্ত্রী-বিধায়করা। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে অরূপ বিশ্বাস জানান, পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার দিকে সদা নজর রয়েছে প্রশাসনের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করছেন। এদিন সাগরে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের আটজন মন্ত্রী। অরূপ বিশ্বাস ছাড়াও রয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পুলক রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পার্থ ভৌমিক, সুজিত বসু, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এছাড়া সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা প্রমুখ।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, ৬৫ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে এদিনই। রাজ্য সরকারের সফল পরিচালনায় শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে মেলা ও পুণ্যস্নান। এখন পর্যন্ত মোট ১২ জনকে এয়ারলিফটে করে উদ্ধার করা হয়েছে। দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। যাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন আত্মীয়দের থেকে এমন ২৮৭৬ জনকে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। খোয়া যাওয়া জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে। ১১৫০টি সিসিটিভি নজরদারি চালাচ্ছে। আর জোর দেওয়া হয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়।

মেলাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে কোনও আয়োজনের খামতি রাখেনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকার। মেলা উপলক্ষে মহা সাগর আরতি এবার বিশেষ নজর কেড়েছে। শুধুমাত্র আমাদের দেশের পুণ্যার্থীরা নয়, গঙ্গাসাগরে এ-বছর ভিড় জমিয়েছেন বিদেশিরাও। সবাই অংশ নিয়েছেন সাগর কীর্তনে। পুণ্যার্থীরা একাধিক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও যোগ দিচ্ছেন। আর প্রতীক্ষায় রয়েছেন মাহেন্দ্রক্ষণের।

বিকেলের TOP 10

রাজ্য

- শব্দ দৌরাত্ম্য রুখতে গিয়ে এন্টালিতে আক্রান্ত পুলিশ, ধৃত ২।
- সাগরে পুণ্যস্নানের প্রাক্কালে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক শৈত্যপ্রবাহ।
- ধর্ষণের প্রতিবাদে রণক্ষেত্র নন্দীগ্রাম, থানার সামনে বিশৃঙ্খলা বিজেপির।
- বিষ্ণুপুরে লরির সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ৫।
- তাহেরপুরের ক্লাবে কালীপুজোয় ধুন্ধুমার, গ্রেফতার তিন।
- মানসিক অবসাদ থেকে বামচাঁদিপুরে আত্মঘাতী যুবতী।
- সালানপুরে যুবতী খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আপন দাদা।
- বইমেলার জন্য বাড়তি পরিষেবা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর।
- হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখার লাইনে ফাটল, ব্যাহত পরিষেবা।
- নাগরাকাটায় সিকিম থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ২।

দেশ

- শৈত্যপ্রবাহ দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে, রয়েছে ঘন কুয়াশার দাপট।
- দিল্লিতে বন্ধ ঘর থেকে একই পরিবারের চারজনের দেহ উদ্ধার।
- মধ্যপ্রদেশে বউদিকে শ্লীলতাহানির হাত থেকে বাঁচিয়ে গুলিতে মৃত্যু যুবকের, পলাতক অভিযুক্তরা।
- পীরপঞ্জালে অভিযানের পরিকল্পনা সেনাবাহিনীর।
- 'ওবিসি নয়, বলেছিলাম ওয়েইসি, বুঝতে কোথাও ভুল হচ্ছে'! বিতর্ক বাড়তে ব্যাখ্যা রামদেবের।
- ইন্দোর: পঞ্চমবার বিয়ে করছেন স্ত্রী, জানার পরেই অভিমানে আত্মঘাতী যুবক!
- কংগ্রেস ছাড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিলিন্দ দেওরা।
- সন্তানশোক নেই, স্বামীর মুখোমুখি হতেই ঝগড়া সূচনার! অবাক পুলিশ।
- শুরু রাহুলের ভারত ন্যায় যাত্রা, পৌঁছবেন ১৫ রাজ্যের ১০০ জেলায়।
- কাশ্মীরে মৃত বাংলার জওয়ান! মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা।

বিদেশ

- হুথিদের বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত আমেরিকার।
- সঙ্গী অনাহার ও শীত, জীবনযুদ্ধ চলছে গাজায়।
- মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ভোটে হেরে গেল মুইজ্জুর দল।
- গণহত্যার অভিযোগ, আন্তর্জাতিক কোর্টে কাঠগড়ায় ইজরায়েল।
- সংঘর্ষবিরতির চুক্তি মায়ানমারে।
- প্রেমিকের শিশুকন্যাই পথের কাঁটা, আমেরিকায় নেলপলিশের রিমুভার খাইয়ে খুন করলেন তরুণী!
- 'চিনের হাত থেকে রক্ষা করব দেশকে', জনজোয়ারে প্রতিশ্রুতি তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্টের।
- চিনের 'চক্ষুশূল' নেতাই তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট, মুখ পুড়ল বেজিংয়ের।
- ট্রাম্পকে ৪ লাখ ডলার পরিশোধের নির্দেশ।
- যুদ্ধবিরতির দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য সহ ৩০ দেশে বিক্ষোভ।

খেলা

- এখনকার ব্যাটারদের ধৈর্য কম, বললেন জ্যাক কালিস।
- রাঁচিতে মেয়েদের অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারে আমেরিকার কাছে ০-১ গোলে হারল ভারত।
- মেয়েদের আইপিএলের পর লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেটও শুরু করবে বিসিসিআই।
- জুরেলের জন্য মা সোনার চেন বিক্রি করেন, বাবা ৮০০ টাকা ধার করে ব্যাট কিনে দেন।
- ইংল্যান্ড সিরিজের আগে মাতা না মাধ মন্দিরে পুজো দিলেন রবীন্দ্র জাদেজা।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর অস্ট্রেলিয়ার শন মার্শের।
- প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসলকে ৩-২ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।
- মেসির টানেই এসেছি, ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়ে সুয়ারেজ।
- ইনস্টাগ্রামে জকোভিচের পাঠানো প্রথম বার্তা ভুয়ো মনে হয়েছিল : বিরাট কোহলি।
- সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলে অশ্বিনকে চান না যুবরাজ।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০